102

দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

একশ জনের সীল স্বাক্ষর ব্যাংক রসিদ জাল

ঢাকা ভার্সিটিতে অবৈধ ভর্তি ঃ কাগজপত্র যাচাই করা হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গত তিন বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারী প্রথম পর্বে ভর্তি হওয়া সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির কাগজপত্র আবার যাচাই করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের একজন কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেন, বেশ কিছু অবৈধ ভর্তি কর্তৃপক্ষ শনাক্ত করার পর পুরো ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি আছে কিনা এবং এই অবৈধ ভর্তি কোন শিক্ষাবছর থেকে শুরু হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

পর্যায়ক্রমে সকল অনুষদের বিভাগগুলিতে তিন বছরের সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রথমেই কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের নির্দিষ্ট কিছু বিভাগের ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে মার্কেটিং বিভাগের ১২ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্রে গরমিল দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের কাছে শো-কজ নোটিশ পাঠান। অভিযুক্তরা হাজির না হলে তাদের ভর্তি বাতিল করা হয়। এ প্রেক্ষিতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ঐ তদন্ত কমিটি আরও প্রায় ১শ জন ছাত্রছাত্রীর কাগজপত্র দেখে তাদের ভর্তির ব্যাপারে, সন্দেহ দেখা দিলে জোর তদন্ত করে ভর্তি রহস্য উদঘাটন করে। তদন্ত কমিটির একজন সদস্য কথা প্রসঙ্গে বলেন, অভিযুক্তরা ভর্তির সীল, স্বাক্ষর

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **ঢাকা ভার্সিটিতে অবৈধ ভর্তি ঃ কাগজপত্র**

ছাড়াও ব্যাংকের জমা দেয়া টাকার রসিদও জাল করেছে। এভাবে জাল ভর্তিতে কর্তৃপক্ষ উদ্বেগ প্রকাশ করে সকল বিভাগের ভর্তির কাগজপত্র দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছেন।

সূত্র জানান, এইসব জাল ভর্তিকৃত ছাত্রদের আবাসিক হিসাবে বেশীর ভাগকে জগন্নাথ ও স্যার এএফ রহমান হল, ছাত্রীদের ক্ষেত্রে রোকেয়া এবং শামসুননাহার হল দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশী জাল ভর্তির অভিযোগ পাওয়া গেছে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে। এই অনুষদের বিভাগগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, লোক প্রশাসন; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নৃবিজ্ঞান। কলা অনুষদের মার্কেটিং, গ্রন্থাগার তথ্য বিজ্ঞান ছাড়াও আরও কয়েকটি বিভাগে এইভাবে জাল ভর্তি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেন, মাষ্টার্স (প্রিলিমিনারী) অবৈধ ভর্তির সঙ্গে অনার্স ভর্তির ব্যাপারে ভর্তি কমিটির অথবা তদন্ত কমিটির কাছে কোনরূপ সন্দেহ দেখা দিলে অনার্সের ভর্তির কাগজপত্রও খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স (সম্মান) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে এ ধরনের অভিযোগ এখনও পর্যন্ত নেই।

কবে নাগাদ প্রিলিমিনারী প্রথম পর্বের সকল বিভাগের ভর্তির কাগজপত্র দেখা শেষ হবে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন মন্তব্য করেননি। তবে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের কাগজপত্র গোপনীয়তার সঙ্গে যাচাই করার জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন হবে বলে জানা গেছে। সূত্র জানান, ছাত্রছাত্রীদের এই জাল ভর্তির সঙ্গে কারা জড়িত রয়েছেন, একই সঙ্গে তাদের শনাক্ত করার তদন্তও অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র